একটি ফৎওয়ার রদ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী —

খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্

শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

তদ্বীয় পৌত্র পীরজাদা
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক বশিরহাট
'নবনূর প্রেস' হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
(তৃতীয় মুদ্রণ ১৪১০ সাল)

বিনিময় মূদ্রণ মূল্য — ৬ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

একটি ফৎওয়ার রদ

— :: —

টাঙ্গাইল বেকারকোণার মৌলবী আবদুল গণি ছাহেব কর্ত্তৃক প্রচারিত ফৎওয়ার প্রতিবাদ। তিনি যে ফৎওয়াটি দেওবন্দের মুফতি ছাহেবির নাম দিয়া প্রচার করিয়াছেন, একেত উহা তাঁহার ফৎওয়া কিনা, সন্দেহ, কারণ বর্ত্তমানে দেওবন্দের মুফতি ছাহেবের নাম মাওলানা মোহম্মদ শফি, ইহাতে মছউদ আহম্মদ নামক একজন অপরিচিত লোকের নাম দেখিতে পাইতেছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমি উক্ত ফৎওয়ার সত্যাসত্যের আলোচনা করিব।

ফৎওয়া প্রচারকের প্রশ্ন :-

"পূর্ব্ব জামানাতে আমাদের এসব অঞ্চলের লোক ফেকার মছলা সম্বন্ধে বেশী অবগত ছিল না। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর গুজরিয়া গিয়াছে, এক স্থান হইতে জুম্মা মছজিদ স্থানান্তরিত করিয়া অন্য স্থানে নূতন করিয়া উঠান হইয়াছে এবং পুরাতন মছজিদের স্থানে ঘরও নাই, নামাজও হয় না। ঐ জায়গা লোকের আবাদ হইয়া গিয়াছে কিম্বা পতিত আছে।

স্থানান্তরিত নূতন মছজিদে মুছলমালগণ নামাজ পড়িতেছেন। আবার স্থানান্তরিত নূতন কোন কোনটিতে পুরাতন মছজিদের আছবাব কিছুই ব্যবহারে নাই, কারণ ছনের ঘর হইতে টীনের ঘর, টিনের ঘর হইতে পাক্কা মছজিদ হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন নূতন মছজিদের এখনও পুরাতন মছজিদের ইট ব্যবহারে আছে। প্রশ্ন এই যে, ঐ প্রকার স্থানান্তরিত মছজিদকে জারার বলা যায় কিনা? উহাতে নামাজ জায়েজ কিনা? যে স্থানে জুম্মার নামাজ জায়েজ সেখানে ঐ প্রকার স্থানান্তরিত মছজিদে জুম্মা জায়েজ কিনা ? মেহেরবানী পূর্ব্বক হানাফী মজহাব মতে ফৎওয়া দিতে মর্জি ফরমাইবেন।

ফৎওয়া প্রার্থী —

মোহাম্মদ আবদুল করিম

(মাষ্টার জেলা স্কুল ময়মনসিংহ)

(বেকারকোণা, মধুপুর, ময়মনসিংহ)

উত্তর।

ফতোয়ার বঙ্গানুবাদ।

"স্থানান্তরিত মছজিদকে জারার মছজিদ বলা যায় না, জারার না, সুতরাং নামাজ জায়েজ। কাফের ও মোনাফেকগণ যে মছজিদ (কোবাতে) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাই মছজিদে জারার নামে খ্যাত। খোদাতায়ালা ওহি দ্বারা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে ঐ মছজিদ সম্মন্ধে অবগত করাইয়াছিলেন। এখন মুছলমানের নির্ম্মিত কোন মছজেদকে জারার মছজিদ বলা যায় না। মছজিদ স্থানান্তরিত করা অবশ্য জায়েজ নহে, করিয়া থাকিলে মছজিদের জন্য ওয়াকফ করা (পতিত) জায়গা হামেশা মছজিদ

রূপে গণ্য হইবে। এই জন্য পুরাতন মছজিদের জমিন হেফাজতের সহিত রাখা দরকার ও ওয়াজেব। জারার মছজিদ সম্বন্ধে কোরআনের আয়ত ১১ পারা ২ রুকু। যাহারা মছজিদ প্রস্তুত করিয়াছে (কোবা মছজিদ ওয়ালা মুছলমানকে) অনিষ্ট করিবার এবং কাফেরি করিবার জন্য ও মুমিনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য আর সেই সকল লোকের প্রতীক্ষার জন্য যাহারা আল্লাহ ও রাছূলের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, অবশ্য তাহারা এই কছম খাইবে - "আমরা সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত খারাব কোন ইচ্ছা করি নাই, আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী হে মোহাম্মদ, তুমি উহাদের মছজিদে দাঁড়াইওনা, পরহেজগারির উপর (মুছলমানের দ্বারা) যে মছজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাই নামাজের উপযুক্ত।"

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মোনাফেকগণের নকল মছজিদে নামাজ না পড়িয়া তাঁহার ছাহাবী দ্বারা উহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

জওয়াব ছহিহ   লেখক -

আশরাফ আলী (থানাবী)   দারুল-উলুম, দেওবন্দ।

জওয়াব ছহিহ স্থানান্তরিত মছজিদে পাঞ্জগনা ও জুমা জায়েজ তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই।

মোহাম্মদ এছহাক (শামছুল উলামা)

ঢাকা।

উক্ত ফৎওয়ার প্রতিবাদ।

মুফতি ছাহেব যে লিখিয়াছেন স্থানান্তরিত মছজিদকে জারার মছজিদ বলা যায় না, জারার না, সুতরাং নামাজ জায়েজ। কাফের ও মোনাফেকগণ যে মস জিদ নির্ম্মান করিয়াছিল, তাহাই জারার মসজিদ নামে খ্যাত। এখন মুছলমানের নির্ম্মিত কোন মসজিদকে জারার মসজিদ বলা যায় না।

আমাদের উত্তর।

মুফতি ছাহেবের মতে মসজিদে জেরারের হুকুম খাস, উহা ব্যাপক নহে, ইহা বাতীল দাবী।

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ার ১।১৫৬।১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

بلا شبهه این مسجد كه بغرض نفسانیت و عداوت و ضرر مسجد قدیم تیار میشود حكم ضرر دارد و چنین بنا موجب ثواب نیست بلكه باعث نكال میشود - در تفسیر كشاف و مدارك زیر آیت ضرار می نویسد قیل كل مسجد بنی مباهاة او ریا او سمعة او لغرض سوی ابتغاء وجه الله او بمال غیر طیب فهو لاحق بمسجد الضرار انتهي و نیز در كشاف می آورد و عن عطاء لما فتح الله الامصار علی ید عمر رض امر المسلمین ان یبنوا المساجد و ان لا یتخذوا فی المدینة مسجدین یضار احد هما صاحبه و انچه باني بمسجد مذكور عذرها پیش میكند قابل التفات نیست عذر اول بدین وجه كه خصوص حكم ضرار دعوي بلا دلیل ست كسي از علماء سابقین چه فقه چه محدثین قائل بخصوص نشده بلكه هر كس و ناكس

اس مسجد قدیم کی دیواریں پختہ اور محراب موجود ہے اور آبادی محلہ مسلمانوں کی واقع ہے اب دیواریں اس کی خراب شہید کرکے قریب اس کے مفاصلہ پانچ سات درعہ مسجد جدید تیار کرنا اور اینٹ اور چونہ مسجد قدیم کا مسجد جدید میں لگانا جائز ہے یا نہیں۔

جو مسجد منہدم ہو جاوے اور اوسکی تعمیر و ترمیم نہوسکے اور بسبب قرب دوسری مسجد کے یا کسی اور وجہ سے اوس مسجد سے استغنا بھی حاصل ہو جاوے ایسی صورت میں اسباب اوس مسجد کا دوسری مسجد میں نقل کرنا بمذہب صحیح و روایت مفتی بہ نہیں درست ہے۔ چہ جائیکہ مسجد قدیم کی دیواریں وغیرہ قائم ہیں اور آبادی میں واقع ہے۔ ایسی مسجد کو منہدم کرنا اور اوسکا اسباب دوسری مسجد میں نقل کرنا کسی طرح سے نہیں درست ہوگا بلکہ منہدم کرنے والا اوسکا داخل وعید شدید کلام اللہ کا و من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ و سعی فی خرابہا ہوگا *

যে মসজিদে (আপনা আপনি) বিরান হইয়া যায় এবং উহা মেরামত সংস্কার করা না যায় এবং অন্য মসজিদের নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য বা অন্য কোন কারণে উক্ত নিরাস মসজিদের আবশ্যক না হয়, তবে এই ক্ষেত্রে উক্ত মসজিদের আসবাব অন্য মসজিদে স্থানান্তরিত করা ছহিহ মজহাব ও মোফতাবিহি রেওয়াএত অনুসারে জায়েজ নহে। আর যদি পুরাতন মসজিদের প্রাচীরগুলি স্থায়ী থাকে এবং উহা আবাদী স্থলে থাকে, এইরূপ মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং উহার আছবাব পত্র অন্য

মসজিদে লাগান কোন প্রকারে জায়েজ হইবে না,বরং উহা ভঙ্গকারি নিম্নোক্ত আয়তের কঠিন ভীতির লক্ষ্যস্থান হইবে। আয়তটী এই— "যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মসজিদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করে এবং উহা বিরাণ করার চেষ্টা করে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারি আর কে আছে?

দেওবন্দের মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ শফি ছাহেব ও কলিকাতার মুফতি মাওলানা মোহম্মদ এহইয়া ছাহেব লিখিয়াছেন ,—

کسی مسجد کو ویران کرنا بلا شبهه و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه الخ کے اندر داخل اور حرام ہے جو جگہہ ایک مرتبہ مسجد بنگئی وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہے اسکی عبادت مسلمنون پر واجب ہے *

কোন মসজিদ বিরান করা বিনা সন্দেহে নিম্নোক্ত আয়তের হুকুমের অন্তর্গত হইবে—"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মসজিদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে ও উহা বিরান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারি আর কে আছে?" যে স্থানে একবার মসজিদ প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা চিরকালের জন্য মসজিদ থাকিবে, উক্ত মসজিদের তত্ত্বাবধান করা মুসলমানদিগের উপর ওয়াজেব।"

(মাওলানা) মোহাম্মদ শফি খাদেম (মুফতি) দারোল-এফতায়ে - দারোল- উলুমে-দেওবন্দ।

মোহাম্মদ এহইয়া হেড মৌলবী মাদ্রাছা আলিয়া কলিকাতা।

দিল্লির মুফতি মাওলানা হবিবোল-মোরছালিন ছাহেবের

ফৎওয়া

پهلی قدیم مسجد کو توڑ کر دوسری مسجد دوسری
جگهه بنانے والا بهت بڑے سخت گناہ کا مرتکب هوا
و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه
الایة کا مصداق بنگیا هے اس پر لازم هے که اس گناہ سے
توبه کرے اور پهلی قدیم مسجد کو بهی از سرے نو
تعمیر کرارے فقط و الله اعلم ●

প্রথম পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গিয়া অন্য দ্বিতীয় মসজিদ প্রস্তুতকারি অতি বড় কঠিন গোনাহতে সংলিপ্ত হইল। কোরান শরিফের নিম্নোক্ত আয়তের লক্ষ্যস্থল হইল— "যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মসজিদ গুলিতে তাঁহারা নাম উচ্চারণ করিতে ও তৎসমস্ত বিরাণ করিতে চেষ্টা করিল, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারি আর কে আছে? তাহার পক্ষে ওয়াজেব এই যে, সে এই গোনাহ হইতে তওবা করে এবং প্রথম পুরাতন মসজিদকে নূতনভাবে প্রস্তুত করে।

হবিবোল-মোরছালিন নায়েব মুফতি মাদ্রাছা আমিনিয়া দেহলী।

ছাহারানপুরের মুফতি মাওলানা মাহমুদ গাঙ্গুহি ছাহেবের

ফৎওয়া

جو مسجد که شرعا مسجد بنچکی هو. اسکو ویران
کرنا کسی حالت میں جائز نهیں. لقوله تعالی و من
اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی

في خرابها قال البيضاوي تحت قوله تعالى مساجد الله عام لكل من خرب مسجد او سعي في تعطيل مكان مرشح للصلوة (الى ان قال) تحت قوله خرابها بالهدم او التعطيل *

"যে মসজিদ শরিয়ত অনুসারে প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা কোন অবস্থাতে বিরান করা জায়েজ নহে। ইহার দলীল এই আয়ত, যে আল্লাহ তায়ালার মসজিদ গুলিতে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তদপেক্ষা বড় অত্যাচারি আর কে আছে।"

বয়জবি مساجد الله এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যে কেহ কোন মসজিদকে বিরান করিয়াছে কিম্বা নামাজের জন্য নিয়োজিত কোন স্থানকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার জন্য ইহা প্রযোজ্য হইবে। তৎপরে তিনি خرابها এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, বিরান করার অর্থ ভাঙ্গিয়া ফেলা কিম্বা বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা।

(মাওলানা) মাহমুদ গাঙ্গুহি মুফতি মাদ্রাছা মাজাহেরোল উলুম ছাহারান পুর।।

মাওলানা থানাবি ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার তাতেম্মায়-ছানিয়ার ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ایک مسجد کا قصدا منهدم کرنا دوسری مسجد کے لئے کسطرح جائز هو سکتا ہے *

"অন্য মসজিদের জন্য স্বেচ্ছায় একটি মসজিদকে নষ্ট করা কিরূপে জায়েজ হইতে পারে?

আরও তিনি 'তাতেম্মায়-জেলদে ছানি ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া'র ১৩০ পৃষ্ঠায় হাশিয়াতে লিখিয়াছেন ;—

جیسے کہ اگر دوسری مسجد قریب ہو تو اور مسجد بنانا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس سے پہلی مسجد

کي اضاعت لازم آتي هے ليکن اگر بن جاوے تو اس کا منهدم کرنا اور بے ادبی کرنا جائز نهين اور ايسی مسجد کي مثال ايسي هے جيسی مغصوب کاغذ پر اگر قرآن لکها جاوے تو نه اسکي بے ادبی درست هے نه اس مين تلاوت درست هے *

"সে রূপ যদি দ্বিতীয় মসজিদ নিকটবর্ত্তী থাকে, তবে অন্য মসজিদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে, যেহেতু ইহাতে প্রথম মসজিদ বিরাণ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে কিন্তু যদি প্রস্তুত হইয়া যায়, তবে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ও উহার সহিত বে-আদবি করা জায়েজ নহে এইরূপ মসজিদের দৃষ্টান্ত এই—যেরূপ কাড়িয়া লওয়া কাগজে যদি কোরান লেখা যায়, তবে না উহার সহিত বে-আদবি করা জায়েজ, না উহা তেলাওয়াত করা জায়েজ"।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মাওলানা থানাবি ছাহেবের ফৎওয়া অনুসারি একটী মসজিদ বিরাণ করিয়া অন্য মসজিদ বানাইলে, মসজিদে-জেরার হইয়া যায়, এই হেতু উহাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত প্রচারিত ফৎওয়াতে মাওলানা থানাবির দস্তখত নহে, ইহাতে এইরূপ বিভিন্ন প্রকার ফৎওয়া হইবে কেন ?

মাওলানা আবদুল হাই, লাক্ষ্ণৌবী ছাহেবের মজমুয়া ২।২১৭ পৃষ্ঠা ;—

اگر از بناي مسجد جديد ضرر و تخريب مسجد قديم باشد هر آينه بناش منهی عنه باشد۔ قال البغوی و قال عطاء لما فتح الله علی عمر الامصار امر المسلمين ان يبنوا المساجد و امرهم ان لا يبنوا في مدينتهم مسجدين يضار احد هما الاخر *

"যদি নূতন মসজিদ প্রস্তুত করিলে, পুরাতন মসজিদ ক্ষতি গ্রস্ত ও বিরাণ হইয়া যায়, তবে নিশ্চয় উহা প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হইবে। বাগাবি বলিয়াছেন, যে সময় আল্লাহতায়ালা শহরগুলিকে হজরত ওমারের অধিকার ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মুছলমানদিগাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন মসজিদ সকল প্রস্তুত করেন ও এক শহরে এরূপ দুইটি মসজিদ প্রস্তুত না করেন যে, একটি অন্যটির ক্ষতি সাধন করে"।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ওমার (রাঃ) র মতে একটি মসজিদ করিয়া অন্য মসজিদ বিরান করিলে, উহা মসজিদে-জেরার হইবে। এইরূপ মসজিদ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ। আর নিষিদ্ধ মসজিদে নামাজ পড়িলে, ফরজ ছাকেত হইয়া গেলেও গোনাহগার হইতে হইবে।

তফছিরে কবির, ৪।৫১৭ পৃষ্ঠা ;—

قال الواحدى قال ابن اباس و مجاهد و قتادة و عامة اهل التفسير رضى الله عنهم الذي اتخذوا ضرارا كانو اثنى عشر رجلا من المنافقين بانوا مسجدا يضارون به مسجد قبا *

"ওয়াহেদী বলিয়াছেন, এবনো আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছিরকারক (রাঃ) বলিয়াছেন, যাহারা একটি মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা তদ্দারা মসজিদ 'কোবা'র অনিষ্ট সাধন করে"।

তফছিরে এবনো জরির, ১১।১৬ পৃষ্ঠা ;—

فتاويل الكلام و الذين ابتنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم *

অর্থ—আর যাহারা রাছুলুল্লাও (ছাঃ) এর মসজিদের অনিষ্ট

সাধন করা উদ্দেশ্যে মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল।

তফছিরে নায়ছাপুরী, ১১।১৮ পৃষ্ঠা ;—

قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و عامة اهل التفسير كانوا اثنى عشر رجلا بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا *

"এবনো আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছিরকারক বলিয়াছেন, তাহারা বার জন লোক ছিল, এই উদ্দেশে একটি মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল, যদ্দ্বারা তাহারা মসজিদে 'কোবা'র অনিষ্ট সাধন করে"।

তফছিরে মায়ালেম ও খাজেন, ৩। ২২০ পৃষ্ঠা ;—

نزلت هذه الاية فى جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا *

"এই আয়ত একদল মোনাফেকের জন্য নাজেল হইয়াছিল, তাহারা একটি মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল, যেন তদ্দ্বারা মসজিদে 'কোবা'র অনিষ্ট সাধন করিতে পারে"।

তফছিরে মোজহারি, ছুরা তওবা, ৭২ পৃষ্ঠা ;—

قال ابن اسحاق و كان الذين بنوه اثنى عشر رجلا بنوا هذا المسجد يضارون به مسجد قبا *

"এবনো এছহাক বলিয়াছেন, যাহারা উক্ত মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারা বার জন লোক ছিল, তাহারা উক্ত মসজিদ এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা মসজিদে-'কোবা'র ক্ষতি সাধন করে"।

আহকামোল কোরআন, ১।৪১৪ পৃষ্ঠা ;—

قال المفسرون ضرارا بالمسجد *

"তফছিরকারকগন বলিয়াছেন, মসজিদের ক্ষতি করার জন্য (মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল)"।

এইরূপ তফছিরে আজিজের ১৩৭৪ পৃষ্ঠায় ও তাজোত্তাফাছিরের

১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, অন্য মসজিদের ক্ষতি করিয়া যে মসজিদ প্রস্তুত করা হয়, উহা মসজিদে-জেরার হইবে।

হজরত ওমারের কথায় এই মত সমর্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন, মুসলমানদিগের ক্ষতি করা হয়, উহাও মসজিদে-জেরার হইবে।

খোলাছাতোত্তাফাছির, ২।২৮ পৃষ্ঠা ;—

ضرار سے ضرر مسجد قبا مراد ہے کہ اسکی جماعت
ٹوٹے یا ضرر مؤمنین و مراد ہے *

"জেরারের অর্থ 'কোবা'র মসজিদের ক্ষতি যাহাতে উহার জামায়াত নষ্ট হয়, কিম্বা উহার অর্থ ইমানদারদিগের ও ইছলামের ক্ষতি"।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, একটি মসজিদ নষ্ট করিয়া অন্য মসজিদ প্রস্তুত করিলে, উহা নিশ্চয় মসজিদে-জেরার হইবে।
—ইতি

মোহাম্মদ রুহল আমিন

(জওয়াব ছহিহ)

جواب صحیح

احقر الناس — محمد ابو بکر عفی عنہ

(মাওলানা হজরত পীর)

মোহাম্মদ আবুবকর (ছাহেব)

الجواب الصحیح

نسار الدین

(মাওলানা) নেছারদ্দিন

الجواب حق

احقر محمد فیض الرحمن

عفی عنہ نواکھالوی

(মাওলানা) ফয়জর রহমান

مسجد ثانی کی بناکی وجہ سے اگر مسجد اول کی جماعت و غیرہ میں کسیطرح کا ضرر واقع ہو تو بیشک مسجد ثانی مسجد ضرار کے حکم میں لاحق ہوگا -

کتبہ احمد اللہ غفر لہ و لشیخہ سہرنندنت سینیر مدرسہ اسلامیہ فتحیہ فرفرہ شریف -

(মাওলানা) ময়েজদ্দিন হামিদী

(মাওলানা) আহমাদুল্লাহ সুপাঃ

ফুরফুরা মাদ্রাসা

الجواب صحیح

عبد القادر عفی عنہ

ناظم جمعیتہ علماء (بنگال و آسام)

(মাওলানা) আবদুল কাদের

বঙ্গ আসামের জমিয়াতের

(সেক্রেটারী)

لا ریب فی صحتہ

احقر محمد ابو ظفر غفر لہ

فرفروی *

(মাওলানা) মোহাম্মদ আবু

জাফর ফুরফুরাবী।

الجواب صحیح

احقر الناس

ابو نصر محمد عبد الحی

عفی عنہ فرفرہ شریف

(মাওলানা) মোহাম্মদ আবদুল হাই।